ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৩৭১৩
আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী,২০১৮

বিধানসভা নির্বাচন ঃ রাজ্যে মহিলা পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থাকবে ৪৭টি

সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়া আরও ১২টি নথীপত্র দেখিয়ে আসন্ন ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন । আজ সন্ধ্যায় নির্বাচন দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরুনীকান্তি এই সংবাদ জানিয়েছেন । তিনি জানান, অন্য যে সমস্ত নথীপত্র দেখিয়ে ভোট দেয়া যাবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, পি এস ইউ/ পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীগুলির ইস্যু করা সচিত্র পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিসের ইস্যু করা সচিত্র পাসবুক, প্যানকার্ড, এন পি আরের আওতায় আর জি আই-র জারী করা স্মার্টকার্ড, এম এন রেগা জবকার্ড, শ্রম দপ্তরের প্রকল্পে জারী করা হেলথ ইনসিওরেন্স স্মার্ট কার্ড, ছবি সহ পেনশন ডকুমেন্ট, নির্বাচন কমিশনের জারী করা সচিত্র ভোটার স্লিপ, এম পি, এম এল এ, এম এল সিদের জারী করা সরকারী পরিচয়পত্র এবং আধারকার্ড । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, কোন ভোটারই যাতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্য এই সমস্ত নথীপত্র দেখিয়েও ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে । তিনি জানান, পোষ্টাল ব্যালটে ভোট নেবার প্রথম তিনদিন ৩৮ হাজার ৪১১ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন । সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করার সময় পর্যন্ত আজকের পরিসংখ্যান পাওয়া না যাওয়ায় চতুর্থ দিনের তথ্য দেয়া যায়নি । এর মধ্যে প্রথম দিন ১৪ হাজার ৮০৫ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন । এই দিন নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ এবং টি এস আরের আধিকারিক ও জওয়ানরাই ভোট দেন । দ্বিতীয় দিন ভোট দেন ১২ হাজার ৯৬৪

জন। ওইদিন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ছাড়াও ভোট গ্রহণের কাজে নিযুক্ত কর্মীরাও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তৃতীয় দিন ১০ হাজার ৬৪২ জন ভোটকর্মী ভোট দেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন এই তিনদিনই কয়েকজন ক্লিনার এবং ড্রাইভারও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তিনি জানান, আগামীকাল ব্যালট পেপারের মধ্য দিয়ে ভোট নেবার শেষ দিনে জেলা ফ্যাসিলিয়েশন সেন্টারে ওয়েবকাষ্ট ক্রু, মাইক্রোঅবজারভার এবং আজ পর্যন্ত চারদিনে যে সমস্ত যোগ্য ভোটার ভোট দিতে পারেননি তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। শ্রী তরুনীকান্তি জানান, এরপরও যারা ব্যালট পেপারে ভোট দিতে পারবেননা তাদের জন্য ভোট দেবার সুযোগ থাকবে। তাদের কাছে ডাকযোগে ব্যালট পেপার গিয়ে পৌঁছাবে এবং ভোট দিয়ে ডাক যোগেই তারা তা পাঠিয়ে দেবেন। ভোট গণনার আগে এই ব্যালট পেপার এসে পৌঁছলে তা গ্রহণ করা হবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, এবারের ভোটে সারা রাজ্যে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ৪৭টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থাকবে। চেষ্টা হচ্ছে এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে মহিলা মাইক্রোঅবজারভার রাখার। সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দেবাশিস মোদক এবং দেবাশিস বসুও উপস্থিত ছিলেন।

****